দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 APR 2007
পৃষ্ঠা কলাম

বঙ্গবন্ধু হলের ৫ ছাত্রকে শোকজ

জাবিতে র‍্যাগিংয়ের নামে যৌনপীড়ন

জাবি সংবাদদাতা

র‍্যাগিংয়ের নামে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলের ৫ ছাত্রকে ৪ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে শোকজ নোটিশ দিয়েছে হল প্রশাসন। জানা গেছে গত ২৯ মার্চ থেকে ক্লাস শুরুর পর বিভিন্ন বিভাগে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত ৩৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা শিকার হচ্ছে এ র‍্যাগিংয়ের। এ সময় র‍্যাগদাতারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের অশ্লীল ভাষায় লেখা গান গাইতে বাধ্য করে। শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঙ্গে হাত দেয় এবং নগ্ন হতে বাধ্য করে। অনেক সময় অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে এবং অশ্লীল টিকা লিখতে দেয়। র‍্যাগিংয়ের ভয়ে অনেকেই নিয়মিত ক্লাসে বা হলে অবস্থান করে না বলে জানা গেছে। সূত্রমতে ক্লাস শুরু হওয়ার একদিন পর আল বেরুনী বর্ধিত ভবনের ৮০৭নং রুমে বাংলা বিভাগের ৩৫ তম ব্যাচের রাজু ও তার সহযোগীরা ৩৬তম ব্যাচের এক ছাত্রকে উলঙ্গ করে। একই হলে ৩৫তম ব্যাচের রসায়ন বিভাগের রাজিব এবং তার সহযোগীরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নাচতে বাধ্য করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলের ৩৫তম ব্যাচের বিবিএ বিভাগের ছাত্র মাহফুজ, বাংলা বিভাগের আলম, শিশির ৩৬তম ব্যাচের এক ছাত্রের স্পর্শকাতর অঙ্গে হাত দেয় এবং তাকে বিভিন্ন অশ্লীল ছবি আঁকতে বলে। বিভিন্ন বাজে কবিতা আবৃত্তি গান ও বিভিন্ন মনীষীদের জড়িয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করতে বাধ্য করে। হলের ছাদে প্রায় রাতেই উলঙ্গ করে প্যারেড করানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলের ৩৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের গত ৮ এপ্রিল হলের উন্মুক্ত স্থানে আন্ডারওয়্যার পরিহিত করে অর্ধনগ্ন অবস্থায় প্যারেড করায় ওই হলের সিনিয়র শিক্ষার্থীরা। আধাঘন্টা পর নগ্ন করে একে অপরকে বলৎকার করতে বাধ্য করে। এ সময় হলের অন্যান্য শিক্ষার্থীরা দৃশ্যটি অবলোকন করতে থাকে। ৩১তম ব্যাচের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের মুক্ত এবং অর্থনীতি বিভাগের রেজোয়ান ৩৩তম ব্যাচের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ডালটন, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের মাসুদ, প্রমাংশু, শিবলী, অর্থনীতি বিভাগের হুমায়ুন, নৃতত্ত্ব বিভাগের রুমিন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শওকতকে এ ধরনের র‍্যাগ দিতে বলে। এছাড়া হলের বিভিন্ন রুমে রুমে ও বিভিন্ন সময় এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ র‍্যাগ দেয়া হয়। এ সময় র‍্যাগিংয়ের শিকার শিক্ষার্থীদের পর্নোগ্রাফী পড়ানো হয় এবং ওই অনুযায়ী অভিনয় করতে বাধ্য করা হয়। হলের এক নতুন ছাত্রকে দিয়ে অশ্লীল টিকা লেখানোর পর তার বাবার হাতে পড়লে তিনি উত্তেজিত হয়ে ছেলেকে বকাঝকা করে চলে যান। এছাড়া নবীন শিক্ষার্থীদের পরিবার সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরণের কুরুচিপূর্ণ কথা বলে তাদের হেয় করা হয়। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সিনিয়র শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময় ৩৬তম ব্যাচের মেয়েদের সাথেও অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব বিষয়ে অবহিত হলেও কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। তবে বঙ্গবন্ধু হলের ৩৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে হল প্রশাসন ৫ ছাত্রকে শোকজ নোটিশ দিয়েছে। আগামী ১৫ এপ্রিলের মধ্যে এ শোকজের জবাব দেয়ার শেষ দিন। উল্লেখ্য, বিগত বছর এ ধরণের ঘটনায় ২ ছাত্রকে হল থেকে বহিষ্কার করলেও তারা সদর্পে হলে অবস্থান করছে।